দৈনিক ইনকিলাব

CC 033

তারিখ 28 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 7

কর্মজীবী শিশুকল্যাণ কর্মসূচীর উদ্বোধন

দুস্থ শিশুদের শিক্ষায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করুন : প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গত শনিবার ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে শিশুকল্যাণ প্রাইমারী স্কুল চালু করার মধ্যদিয়ে কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। স্কুলের ফলক উন্মোচন করে প্রেসিডেন্ট এই কর্মসূচীর সাফল্য এবং কর্মজীবী শিশুদের কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করেন। খবর বাসস'র।

প্রেসিডেন্ট কর্মজীবী শিশুদের সাথে কথা বলেন। এসব শিশু তাদের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা করে। অবশ্য স্কুলের সকাল ও বিকেলের স্বাভাবিক ক্লাস অব্যাহত থাকবে।

পরে যাত্রাবাড়ীতে স্থানীয় লোকদের এক বিপুল সমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এই দুস্থ শিশুদের শিক্ষা প্রসারের জন্য সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, সরকার এসব শিশুর মঙ্গলসাধন এবং তাদেরকে শিক্ষা প্রদানের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালাবেন। তিনি আশা করেন যে, সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে বিত্তবানরা অধিকার ট্রাস্ট-এ সাহায্য প্রদান করবেন যাতে এসব দুস্থ শিশুর জন্য কল্যাণ-কর্মসূচী হাতে নিতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট এসব শিশুর চাকরিদাতাদের সাথে তাঁর আলোচনার কথা উল্লেখ করেন। চাকরিদাতারা শিশুদের বেতন শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ বাড়াতে রাজী হয়েছেন। এই বর্ধিত অর্থ তাদের নামে ব্যাংকে জমা হবে। শিশুরা তাদের পড়াশোনা শেষ করলে তাদের হাতে এই অর্থ প্রদান করা হবে যাতে তারা জীবন ধারণের জন্য কোনো একটা কিছু করতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, অধিকার ট্রাস্টকে শহরে কর্মজীবী শিশুদের সংখ্যা নিরূপণ করে একটা তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ট্রাস্ট চাকরিদাতাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং কল্যাণ কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, এই কর্মসূচী পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্থানেও সম্প্রসারিত করা হবে।

প্রেসিডেন্ট গত শনিবার বাংলাদেশ সামরিক যাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই যাদুঘর দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখতে জাতিকে প্রেরণা দেবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, এই যাদুঘরে ঐতিহাসিক চিহ্নসমূহ রাখা হবে। এছাড়া এই যাদুঘর জনগণকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বিভিন্ন যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা, জাতীয় স্বকীয়তা এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং গুণীজনের অবদান সম্পর্কে জানতে ও অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

প্রেসিডেন্ট যাদুঘরের মডেল দেখেন।

সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ এম আতিকুর রহমান, পিএসওরা এবং সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রেসিডেন্ট বিজয় সরণিকার দক্ষিণ পাশে যাদুঘর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

NET AMOUNT I
FOR
THREE MONTHS I